স্টেকহোলডারদের নীতিমালার সারসংক্ষেপ ৪
প্রাকৃতিক পুঁজির কার্যকর সংরক্ষণ বিষয়ক নীতিমালা

পটভূমিঃ

স্টেকহোলডারদের নীতিমালার এই সারসংক্ষেপটিতে তিনটি প্রকল্প এলাকায়[১] মাচ্ এর সাথে জড়িত সুবিধাভোগী প্রতিনিধিদের প্রাকৃতিক পুঁজির কার্যকর সংরক্ষণ বিষয়ক নীতিমালাসংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি নির্ধারনী চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। মাচ্ প্রকল্প এবং আমেরিকান সাহায্য সংস্থার আর একটি পরিবেশ প্রকল্প নি:সর্গ সাপোর্ট প্রকল্প যৌথভাবে মে ২০০৬ সালে শ্রীমঙ্গলে একটি সহব্যবস্থাপনা সপ্তাহের আয়োজন করে যেখানে কর্মশালার মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়বস্তু ভিত্তিক মতামত সংগ্রহ করা হয়। জড়িতব্যক্তিদের এই নীতিগত সারসংক্ষেপটিতে এবং সহব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া, সমস্যা এবং ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর উপর এই সিরিজের আরও ৫টি সারসংক্ষেপে শুধুমাত্র মাচ্ প্রকল্প কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের মতামতের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হলো। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা সরকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, আরএমও[২], এবং এফআরইউজি[৩] প্রতিনিধিরা। জড়িত ব্যক্তিদের মতামতের সংক্ষিপ্তরূপ এই সারসংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে ভবিষ্যতে এটি অনুশীলন করা, পরিকল্পনা করা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নীতিনির্ধারণী, কর্মসূচী এবং প্রকল্প পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি তাদেরই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যারা সত্যিকারভাবে সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনার মধ্যে বসবাস করছে, তা বাস্তবায়ন করছে এবং নতুন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

প্রাকৃতিক পুঁজির কার্যকর সংরক্ষণ বিষয়ক নীতিমালা

১. জলাভূমি এলাকায় মাছ ধরার অধিকার এবং ইজারা পদ্ধতি

- বর্তমান নীতিমালায় ২০ একরের অধিক খাস জলাভূমি (জলমহল) এলাকার জেলেদের ব্যবস্থাপনার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু জলমহলের ইজারা পদ্ধতির জটিলতার কারণে এবং সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে সত্যিকার জেলেদেরকে চিহ্নিত করা একটি কষ্টকর বিষয় বিধায় এই নীতিমালার কার্যকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।
- উন্মুক্ত নদীতে সকলের মাছ ধরার অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কে মাছ ধরার অধিকার ভোগ করে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তিরা কাঠা পদ্ধতির মাধ্যমে খোলা নদীতে মাছ ধরে। মাচ্ এর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, আরএমওরা কালিয়াকৈরে যদিও তুরাগ নদীর অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের অনুমতি লাভ করেছে, তবওু তারা সেখানে মাছ ধরার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারছে না কারণ বাকী নদী পুরোটাতে যে কেউ মাছ ধরতে পারে।

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

- সরকার কর্তৃক প্রকৃত জেলেদেরকে চিহ্নিত করা এবং সহজ শর্তে তাদের দীর্ঘমেয়াদী ইজারা প্রদান করা উচিত। জেলেদেরকে সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ইজারা নেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা উচিত, বিশেষ করে মাচ্ প্রকল্পের আরএমও ব্যবস্থার প্রচলন অন্যান্য জলাভূমি এলাকায়ও চালু করা উচিত।
- আরএমও এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের সহযোগিতায় সরকারের বিল খাল এবং নদী এলাকার সীমারেখা পুনরায় চিহ্নিত এবং অবৈধ দখল রোধ করা উচিত।
- ইজারাদারগণ যাতে মৎস্য আইন মেনে চলে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা দরকার যা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং আরএমও প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে।

২. মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণমূলক কর্মকান্ড

- জলমহলগুলো সাধারণত তিন বছরের জন্য ইজারা দেয়া হয়। ইজারাগ্রহীতা পরবর্তীতে আর পুণরায় ইজারা পাবে কিনা সেই বিষয়ে অনিশ্চিত থাকে। ফলে ইজারাগ্রহীতা বর্তমান ইজারার সময় যত বেশী সম্ভব লাভ করা যায় সেই বিষয়ে মনোযোগ দেয়। ফলস্বরূপ সংরক্ষণের বিষয়টি তার দ্বারা উপেক্ষিত হয় কারন সে সল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে নারাজ।
- পাইল মাছ ধরার পদ্ধতি হচ্ছে একটি সংরক্ষণ কৌশল এবং বর্তমান আইন অনুযায়ী জলমহলগুলো ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অনুসরণযোগ্য কিন্তুতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করা হয় না।

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

- সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ইজারা পদ্ধতি চালু করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ- আরএমওকে মাচ্ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ বছরের জন্য ইজারা দেয়া হয়েছে। সে কারণে তারা জলমহলগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। যেমন, অভয়াশ্রম তৈরি করা, অভয়াশ্রম এলাকাতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি, যার ফলে মৎস্য উৎপাদন এবং বহু ধরনের মাছের প্রজাতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- যেহেতু জলমহল থেকে সরকার নিয়মিতভাবে খাজনা আদায় করে সেহেতু এর অংশ বিশেষ জলমহলের মান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা উচিত।

---

১. শ্রীমঙ্গলে হাইল হাওড়, তুরাগ বংশী নদী ও কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা, শেরপুরে কংশ-মালিঝি অববাহিকা।
২. রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ওর্গানাইজেশন বা সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সংগঠন।
৩. ফেডারেশন অব রিসোর্স ইউজারস গ্রুপ বা সম্পদ ব্যবহারকারী সংস্থার ফেডারেশন।

- সরকারের উচিত আইন করে প্রতিটি জলাভূমিতে অন্তত: একটি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক করা। সরকারের বাজেট পরিকল্পনায় অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত।

৩. জলাভূমি এবং পানির ব্যবহার

- জলাভূমিগুলো ক্রমশ পলি দ্বারা ভরে যাচ্ছে এবং তা ধীরে ধীরে শস্যক্ষেতে পরিণত হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকাতে মৎস্য চাষ করা হয় জলাভূমির চারদিকে বাঁশের খাচা ও জালের দ্বারা বাঁধ দিয়ে। এর ফলে মাছের প্রাকৃতিক বসবাসের ক্ষেত্রটি হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে ঐ এলাকার মৎস্যজীবীরা তাদের মৎস্য ধরার অধিকার হারাচ্ছে।
- যদিও বেআইনি তবুও ইজারাদারেরা বিল এলাকায় সমস্ত পানি সেচে মাছ ধরে।
- শুকনো মৌসুমে জলমহল এলাকায় মাছের বসবাসের জায়গা সংকুচিত হয়ে যায়। শুকনো মৌসুমে বিলের যে সামান্য এলাকায় পানি থাকে তা অনেক সময় বড় জমিতে সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। এর ফলে মা মাছের পরিমাণ পরবর্তী মওসুমে বড় রকমের হ্রাস পায়।

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

- কৃষকদেরকে নানা জাতের ফসলের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত যাতে বোরো ধানের চেয়ে কম সেচ লাগে কিন্তু লাভজনক।
- সরকারের জলমহলগুলো থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের এক অংশ ভরাট হয়ে যাওয়া বিল ও নদীর পূনঃখননে ব্যবহার করা উচিত যাতে সেগুলোতে আরো বেশি পানি ধরে রাখা যায়।
- আরএমও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এনজিও সহ জলাভূমি এবং পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিবস উৎযাপনের মাধ্যমে মৎস্য আইন সম্পর্কে আরো বেশি সচেতনতা তৈরি করতে পারে।

৪. জলাভূমি এবং এর নিকটবর্তী এলাকার ব্যবস্থাপনাঃ

- জলাভূমি এলাকার উৎপাদন এবং মান প্রধানত নির্ভর করে জলাভূমির নিকটবর্তী এলাকার উপর বিশেষ করে নিয়মিত পানি প্রবাহ, দূষণ থেকে রক্ষা এবং মাটি ভরে যাওয়ার পরিমাণের উপর। উদাহরণস্বরূপ লম্বালম্বি পদ্ধতিতে আনারস উৎপাদন করার ফলে হাইল হাওর এলাকার সংলগ্ন পাহাড় থেকে পলি এসে ব্যাপকভাবে হাওরের মাটি ভরাট হয়ে যায়। কালিয়াকৈরে মাচ প্রকল্প এলাকায় যেখানে স্থানীয় কারখানা থেকে অশোধিত বজ্য তুরাগ নদী এবং মকোশ বিলে এসে পড়ছে, সেখানে মৎস্য এবং জলাভূমির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

- যথেষ্ট পরিমাণ বৃক্ষ রোপন এবং তা সংরক্ষণ করার মাধ্যমে নদীর তীর এবং জলাশয় এলাকার ভূমিধ্বস রোধ করা যায় এবং পাহাড় থেকে পলি পড়া বন্ধ হয়।
- কৃষি অধিদপ্তর আনারস চাষীদেরকে আড়াআড়ি পদ্ধতিতে চাষ করায় উৎসাহিত করতে পারে, যার ফলে পলি জমা হ্রাস পাবে। হাইল হাওর এলাকায় প্রদর্শনী প ট অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে পলি জমা হ্রাস পেয়েছে।
- স্থানীয় সরকার কমিটির (এলজিসি[৪]) সহায়তায় আরএমও গুলিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে অ্যাডভোকেসিতে জড়িত করে, কালিয়াকৈর এলাকার কারখানার মালিকদেরকে বিষাক্ত বজ্য নিকটবর্তী জলাভূমিতে নির্গমন থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা যায়।

৫. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগঃ

- জলাভূমি এবং এর সম্পদের সাথে অনেক ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক রয়েছে । জলাভূমির টেকসই এবং উন্নয়নশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করনে প্রয়োজন ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধন।

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

- ইউনিয়ন পরিষদ আরএমও-দের সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে জলাভূমি এলাকার ক্ষতিকারক কর্মকান্ড থেকে রক্ষা করার জন্য প্রধান প্রতিষ্ঠান হতে পারে।
- মাচ স্থানীয় সরকার কমিটি গঠন করেছে আরএমও প্রতিনিধি, সম্পদ ব্যবহারকারী, স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে নিয়ে যাতে করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যক্তির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো যায়।
- সরকারের উচিত কেন্দ্রিয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে জলাভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা চিহ্নিত করা । যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে মৎস্য অধিদপ্তর।
- সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাধ্যতামূলক সমন্বয় সাধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার যা আর্থসামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।
- ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় আরএমও-এর অংশগ্রহণ এবং জলাশয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত থাকা দরকার।
- স্থানীয় সামাজিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সমন্বয় থাকা দরকার।

৪. মাচ আনুষ্ঠানিকভাবে আরএমও ও এফআরইউজি-গুলিকে এলজিসি (স্থানীয় সরকার কমিটি) গুলির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার এর সাথে সংযোগ সাধনের জন্য কাজ করছে। এর সদস্যদের মধ্যে একটি উপজেলার আরএমও ও এফআরইউজি-গুলির নেতাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের সংশি ষ্ট চেয়ারম্যানগণ এবং উপজেলা পর্যায়ের সংশি ষ্ট সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যার মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রয়েছে।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
মাচ হেডকোয়ার্টার
বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬
URL: www.machban.org

DESIGN : www.intentdesign.net